একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২২ এপ্রিল ২০২৫, ৮ বৈশাখ, মঙ্গলবার

হৃদরোগে আক্রান্ত রাজ্যপাল, চিকিৎসা তদারকিতে নিজে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে। সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষার পরে জানা যায়, তাঁর হৃদযন্ত্রে গুরুতর ব্লকেজ রয়েছে। বর্তমানে কমান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে সূত্রের খবর, তাঁকে অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে বাইপাস সার্জারির জন্য। রাজ্যপালের অসুস্থতার খবর পেয়েই সোমবার সকালে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টারে ডুমুরজোলা স্টেডিয়ামে রওনা হওয়ার আগে হাসপাতালে গিয়ে রাজ্যপালের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘রাজ্যপালকে দেখতে গিয়েছিলাম। উনি হঠাৎ করে ভর্তি হয়েছেন। শরীরটা খারাপ। যা হোক, দেখে এলাম। কাল প্রোগ্রাম করে ফিরে আসব।’

রাজভবন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপালের চিকিৎসা তদারকি করতে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে হেলিকপ্টারে করে শালবনী উদ্দেশ্যে রওনা দেন শালবনীতে দুটি ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উদ্বোধন করবেন! জিন্দাল গোষ্ঠীর শীর্ষকর্তারা উপস্থিত থাকবে! শালবনীতে জোড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উদ্বোধনের আগে হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন অসুস্থ গভর্নরকে দেখে এসে মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। প্রসঙ্গত, শনিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বেতবোনা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পরে তাঁদের অভিযোগ শুনে বলেন, ‘এটা হৃদয় বিদারক। তাঁদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে। যাতে তাঁদের আতঙ্ক কেটে যায়।’ এখন সেই রাজ্যপালই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় সক্রিয় রাজ্য প্রশাসন।

২৮ এপ্রিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে ৩২০০০ চাকরি বাতিল মামলা। ২৮ এপ্রিল মামলার মূল পর্বের শুনানি শুরু হবে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন বেঞ্চে। জানিয়ে দিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। গত ৭ এপ্রিল এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে তা হয়নি কারণ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে অব্যাহতি নেন বিচারপতি সৌমেন সেন।

প্রসঙ্গত,‘অ্যাপটিটিউড টেস্ট ছাড়াই নিয়োগের পাশাপাশি সংরক্ষণ নীতি না মানা একাধিক কারণে ৩২০০০ চাকরি বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি গিয়েছিল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের। দুর্নীতির দায়ে রাতারাতি খাঁড়া নেমে এসেছিল তাঁদের জীবনে। পরবর্তীতে সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চের বিরুদ্ধে আপিল করে রাজ্য। এবার সেই শুনানিই হবে আগামী সপ্তাহে। সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে ডিভিশন বেঞ্চে আপাতত চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ রয়েছে। সোমবার জানা যায়, কোন বেঞ্চে এবং কবে সেই মামলার শুনানি হবে। এদিকে বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যাক্তিগত কারণে মামলা ছাড়ায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শুনানির জন্য পাঠায় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাজ্ঞনম। ২০১৬ সালে এসএসসির নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারিয়েছেন রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। আশঙ্কা ছিল, প্রাথমিকের মামলাতেও এমন কিছু রায় আসতে পারে। তবে মামলার শুনানি আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। এবার দেখার আগামী সোমবার কী রায় দেয় আদালত।

অযোগ্যদের থেকে বেতন ফেরানোয় রাজ্যের পদক্ষেপ জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাঁরা ‘অযোগ্য’ বলে চিহ্নিত তাঁদের এখনও কেন বেতন দেওয়া হচ্ছে! আদালতের নির্দেশের পরও এখনও কেন তাঁদের বেতন ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি সে ব্যাপারে রাজ্যকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টের নির্দেশের পরও টাকা ফেরতের কোনও প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ওএমআর-ও প্রকাশ করা হয়নি। অনেক ‘অযোগ্য’রা এখনও স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। পোর্টাল থেকে নাম বাদ যায়নি তাঁদেরও মূলত এই বিষয়গুলি নিয়েই রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলা ওঠে। তখনই রাজ্যের আইনজীবীর কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন রাখেন বিচারপতি। জনাতে চান, ‘নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া ‘অযোগ্য’ বা ‘অবৈধ’দের বেতন ফেরাতে কী পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সে ব্যাপারে। ‘অযোগ্য’ চাকরিহারাদের মধ্যে দু’জন এখনও বেতন পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। সেটাই বা কেন হবে এদিন তাও জানতে চায় আদালত। একইসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এ প্রশ্নও তোলা হয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে ওএমআর শিটও আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ পালন হয়েছে কি না সে ব্যাপারেও। না হয়ে থাকলে তা পালন করতে হবে বলেও জানায় আদালত।

অন্যদিকে, সিবিআইয়ের আইনজীবীকে বিচারপতি বসাক প্রশ্ন করেন, নিয়োগের চারটি বিভাগেই পরবর্তী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেটা কোন পর্যায়ে আছে? উত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, তদন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া হবে। দীর্ঘ, সওয়াল-জবাবের পর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে সেটা রাজ্যকে মানতে হবে। দ্রুত বেতন ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, যাঁরা ‘টেন্টেড’ অর্থাৎ ‘অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত’ তাঁদের বেতন ফেরত দিতে হবে। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশের পর দু’সপ্তাহ কেটে গেছে। অথচ এখনও কেউ বেতন ফেরত দেননি বলে অভিযোগ।রাজ্য সরকারের তরফেও বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই মর্মেই রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

পুলিশের বিরুদ্ধে ফের আদালতে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ওই দিন সৈকত শহর ঘিরে থাকছে কড়া নিরাপত্তা। কিন্তু একই দিনে পাশের কাঁথিতে ‘সনাতনী হিন্দু সভা’ করার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, তাঁকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে রবিবার তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন।

শুভেন্দুর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁকে মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের বক্তব্য, মন্দির উদ্বোধনের কারণে গোটা এলাকায় আগে থেকেই অতি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক সভা বা জমায়েত হলে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চরম চাপ পড়বে। সে কারণেই ওই সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, এটি তাঁর সাংবিধানিক অধিকার। প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে দমন করতে চাইছে। এর আগেও মিছিল কিংবা সভার অনুমতি না পেয়ে বহুবার হাই কোর্টে যেতে হয়েছে তাঁকে। আদালতও বারবার প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছে বলে দাবি তাঁর।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কাঁথিতে সনাতনী সভা আয়োজনের অধিকার আদায় করতে পারবেন কি না শুভেন্দু, এখন আদালতের দিকে তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতি।

পুরীর জগন্নাথধাম নিয়ে তৃণমূলের ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ দেখছেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগন্নাথধাম পুরীকে ঘিরে রাজনীতিকে ‘অশুচি ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র’ বলে চিহ্নিত করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, ‘তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের অনুগত কিছু মিডিয়া হাউস জগন্নাথদেবের একটি ভগ্ন প্রতিমাকে ঘিরে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই প্রতিমার একহাত ভাঙা, যার অর্থ হিন্দু শাস্ত্রমতে সেটি আর পূজোপযোগী নয়। অথচ এটিকে ‘জল থেকে উঠে আসা অলৌকিক প্রতিমা’ বলে দাবি করা হচ্ছে। অত্যন্ত লজ্জাজনক!’

এই নিয়ে সুকান্তর প্রশ্ন, ‘এটা কি কেবল সংস্কৃতি কেন্দ্র, না কি জগন্নাথধামের পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা? যে ভগ্ন প্রতিমাকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী রচিত হচ্ছে, তা একটিই উদ্দেশ্য নিয়ে, পুরীধামের মাহাত্ম্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলা।’ তিনি আরও বলেন, ‘জগন্নাথদেবের বর্তমান রূপ বিশ্বকর্মা নির্মিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বিরাজমান পুরীর মন্দিরে। ভবিষ্য মালিকা থেকে আমরা জানি, এই ধামের ভবিষ্যৎ কী। সেই পবিত্রতাকেই আঘাত করা হচ্ছে এখন।’ তাঁর আবেদন, ‘যাঁরা এই পাপের সঙ্গে যুক্ত, ঈশ্বর যেন তাঁদের কঠোর শাস্তি দেন। কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ যেন সেই পাপের ভাগীদার না হন। পাপ করেছে তৃণমূল, শাস্তিও পাক তারা। বাংলার মানুষ যেন শাস্তি না পান। চোখ খুলুন, এই প্রতারণার শিকার হবেন না।’ বিজেপি সভাপতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু-বিরোধী এজেন্ডা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর, তারা এখন ভুয়ো জগন্নাথ মন্দির বানিয়ে নিজেরা রক্ষা পাওয়ার পথ খুঁজছে। কিন্তু এই অপচেষ্টা ধর্মকে অপমান ছাড়া আর কিছু নয়।’

প্রধান বিচারপতি আইন করলে, সংসদ বন্ধ করুন, কটাক্ষ নিশিকান্ত-অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি করেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এবার তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একই সুরে প্রশ্ন তুললেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। যদিও দলীয় স্তরে বিজেপি এই মন্তব্য থেকে দূরত্ব রেখেছে।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন ঘিরে চলা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি কার্যকর না করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর মন্তব্য, ‘যদি সুপ্রিম কোর্টই আইন তৈরি করে, তবে সংসদের আর দরকার কী? সেটা বন্ধ করে দিন।’ এই বক্তব্যকে সমর্থন করে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, ‘উনি তো একদম ঠিক বলেছেন। রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। তাহলে প্রধান বিচারপতি কীভাবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্য করেন? কীভাবে নির্বাচিত সাংসদদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করেন? যদি দেশ চালানোর দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হয়, তবে সংসদ থাকাই বা কেন? সব কিছুই প্রধান বিচারপতিই করুন।’ যদিও এই বিতর্কিত মন্তব্যকে দলীয় অবস্থান বলে মানতে নারাজ বিজেপি নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্টভাবে জানান, ‘এই মন্তব্য নিশিকান্ত দুবের নিজস্ব এবং বিজেপির বক্তব্য নয়। দলের তরফে বিচারব্যবস্থা ও প্রধান বিচারপতির বিষয়ে এমন মতকে কোনওভাবেই সমর্থন করা হচ্ছে না।’ উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫০ অনুসারে, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের কার্যধারা চলে অনুচ্ছেদ ১৪১, ১৪২ এবং ধারা ১৩ ও ৩২-এর ভিত্তিতে, যেখানে সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আদালতের কর্তব্য। রাষ্ট্রপতি অনুচ্ছেদ ১২৪ (২) অনুযায়ী প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করলেও, বিচার বিভাগের রায় ও নির্দেশকে অমান্য করার অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই। ফলে আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশ ‘রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্য’ বলে মন্তব্য করা সংবিধানসম্মত নয় বলেই আইন বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

স্থগিত শাহজাহানের জামিনের শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্থগিত হয়ে গেল সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া শেখ শাহজাহানের জামিনের শুনানি। সোমবার জামিনের আর্জি স্থগিত করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে মামলার শুনানির শুরুতেই সময় চেয়ে নেন অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী অভীক ঘটক। এই মামলায় সোমবারই সিবিআই-এর তরফে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। পাশাপাশি, শেখ শাহজাহানের তরফ থেকেও হলফনামার মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেওয়ার কথা ছিল। তবে, তা জমা দিতে আরও দু’দিন সময় চেয়ে নেন আইনজীবী অভীক ঘটক। আদালত আগামী ২৯ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। ওই দিন সিবিআই-এর পেশ করা রিপোর্টের প্রেক্ষিতে নিজের বক্তব্য জানাতে হবে শেখ শাহজাহানকে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে সন্দেশখালিতে ইডি-র অভিযান চলাকালীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় উঠে আসে তৎকালীন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এবং তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের নাম। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার ৫৪ দিন পর পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। এরপর তাঁকে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করে সিবিআই, ইডি উভয় সংস্থাই। বর্তমানে তিনি রয়েছেন জেল হেফাজতে।

মে মাসে বিমানবন্দর পর্যন্ত পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হতে পারে আগামী মাসেই। সোমবার এই নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল কুমার যাদব, অ্যাসিস্ট্যান্ট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার শীর্ষেন্দু গিরি এবং বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বৈঠক শেষে পরিদর্শন করা হয় নির্মীয়মান বিমানবন্দর স্টেশন। মে মাসেই বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো চালু হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘বহু মানুষ এই পরিষেবার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমরা চাই খুব দ্রুতই এটি শুরু হোক।’ তবে বিমানবন্দর থেকে বারাসত পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্প এখনও বাধাপ্রাপ্ত জমি জটের কারণে।

মমতাকে একদিন জেলে যেতেই হবে, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ থেকে পুরসভা, পরিবহন, স্বাস্থ্য-সহ সমস্ত দপ্তরে চাকরি চুরি হয়েছে। চাকরি চুরি কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন জেলে যেতেই হবে। সোমবার ব্যারাকপুর ডিআই অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘রাজ্যের ডিআই অফিসগুলো বাস্তু ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। এখানকার ডিআই সাহেবও দুর্নীতির দায়ে ফাঁসবেন। ওনাকেও জেলে যেতে হবে।’ ব্যারাকপুরের বর্তমান সাংসদকে নিশানা করে লড়াকু পদ্ম নেতা বলেন, ‘পার্থ ভৌমিকের তালিকায়ও চাকরি হয়েছে। অপেক্ষা করুন সব হিসাব হবে।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, এখানকার ডিআই অফিস থেকে তৃণমূলের দালাল এবং সিপিএমের কিছু দালালকে তাড়িয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, ‘সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস আসতে দিন। দেখবেন বাংলার চিত্র পুরো বদলে যাবে। ওই দু’মাসে তৃণমূল সরকারের লালবাতি জ্বলে যাবে। তখন ভয়ে কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারণ করবে না।’ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ বলেন, ‘সিপিএমের কাছ থেকে তৃণমূল চুরি করা শিখেছে। সিপিএম চিরকুট লিখে ক্যাডারদের চাকরি দিয়েছে। আর তৃণমূল টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছে। আসলে সিপিএম আর তৃণমূল ঘুটের এপিট আর ওপিট।’

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সন্তোষ রায়, কুন্দন সিং, সুপ্রিয় ঘোষ, সঞ্জয় যাদব-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শালবনির প্রকল্প চূড়ান্ত হয়েছিল দেড় যুগ আগেই, আমলার স্মৃতিচারণ

অশোক সেনগুপ্ত

২০০৮, ২ নভেম্বর। শালবনির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান প্রমুখ।

শালবনিতে জিন্দলদের জমি দেবে রাজ্য, এশিয়ার সর্ববৃহৎ ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠবে এখানে, সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২০০৭-এই। সোমবার এ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করলেন তৎকালীন বাম সরকারের তরফে প্রকল্পের অন্যতম প্রধান রূপকার, ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রধান সচিব ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। শিল্প দপ্তর, অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তিনি সোমবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘শালবনি, একই জায়গা। সজ্জন জিন্দালের প্রস্তাবিত ১০ মেট্রিক টন ইস্পাত কারখানার জন্য বামফ্রন্ট সরকার জমির ব্যবস্থা করেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সজ্জন জিন্দালের উপস্থিতিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন..... মুখ্যমন্ত্রী যখন ফিরছিলেন, তখন তাঁর গাড়িবহরে বিস্ফোরণ ঘটে, এতে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। বাকিটা ইতিহাস। আজ শ্রী জিন্দাল অবশ্যই সেই সমস্ত ঘটনা মনে রাখবেন, কারণ অতীত বর্তমানকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে!’

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের অক্টোবর। সবে সিঙ্গুর ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন রতন টাটা। পরের মাসেই শালবনিতে জিন্দলদের প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস হয়। ২০০৮ সালের ২ নভেম্বর। শালবনিতে সেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বুদ্ধবাবু ছাড়াও এসেছিলেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান, জিন্দল কর্তা সজ্জন জিন্দল প্রমুখ। শিলান্যাসের দিনই হল ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ। লালগড় আন্দোলনের সেই শুরু। বাকিটা ইতিহাস। জিন্দলদের ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস করে শালবনি থেকে মেদিনীপুরে ফিরছিলেন বুদ্ধবাবু। কলাইচণ্ডী খালের কাছে আচমকা বিকট বিস্ফোরণ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কনভয়ে থাকা পুলিশের একটি গাড়ি। কমবেশি জখম হন ৬ জন পুলিশকর্মী। অল্পের জন্য রক্ষা পান বুদ্ধবাবু। সোমবার দীপঙ্করবাবু সংবাদ একদিন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাম আমলে জিন্দালদের এই প্রকল্পের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। যতটা মনে পড়ছে, প্রায় আড়াই হাজার একর জায়গা ছিল আমাদের বিবেচ্য। অধিকাংশই ছিল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের, বেশ কিছুটা অধিগ্রহণও করতে হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম। আমদের গাড়ি আগে বেড়িয়ে আসে। তার কিছু পরে ওই বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের যে গাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার পিছনের গাড়িতেই ছিলেন মিসেস জিন্দল। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান।’ দীপঙ্করবাবু বলেন, ‘বুদ্ধবাবুই ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্য। আমরা আগে বেড়িয়ে সার্কিট হাউসে পৌঁছে শালবনির বিস্ফোরণের খবর পেয়েছিলাম। প্রথমে এসপি বলেন, পাওয়ার লাইন স্ক্র্যাপ করেছে। কিন্তু রামবিলাস পাসোয়ান ফোনে বলেন, ‘আপকো গলদ হুয়া’। পরে তদন্তে উঠে আসে মাওবাদী যোগসাজশ।’ ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ এবং পরবর্তী আন্দোলনে সব ওলটপালট করে দেয়। ২০১১-র জুন মাসে মহাকরণের পালাবদল হয়। ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের অবসানের পর রাজ্যের দায়িত্বে আসে তৃণমূল। ২০১২-র অক্টোবরে অবসর নেন দীপঙ্করবাবু। সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শালবনির গোটা প্রকল্পের কৃতিত্বের দাবি করে শালবনিতে বক্তৃতা দেন।

সব প্রস্তুত করেও কারখানাটা আপনারা চালু করতে পারলেন না। কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? প্রশ্ন করা হলে, জবাবে দীপঙ্করবাবু বলেন, ‘এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সিঙ্গুরও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ১২ হাজার জমিহারার মধ্যে সাড়ে ১০ হাজারের চেক বিলি হয়ে গিয়েছিল। নিউটাউনেও পরিকল্পনামাফিক তৎকালীন মন্ত্রী গৌতম দেব কয়েক হাজার একর জমি ভবিষ্যতের নগরায়ণের কথা ভেবে অধিগ্রহণ করে রেখেছিলেন। আজকের বাংলা সে সবের সুফল পাচ্ছে। আমাদের জট ছাড়ানো শালবনির সুফল পেতে কেন এত অপেক্ষা করতে হলো, সেটা অবশ্য বলতে পারবো না।’

সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রশ্নের মুখে চিকিৎসক ছাত্রীদের নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রশ্নের মুখে চিকিৎসক ছাত্রীদের নিরাপত্তা! এসএসকেএমে চিকিৎসক ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করছে বহিরাগতরা, সম্প্রতি এমনই অভিযোগ তুলেছেন চিকিৎসক ছাত্রীরা। একইসঙ্গে অভিযোগ, হাসপাতাল চত্বরে অবাধে ‘বহিরাগত’দের চলছে মাদক সেবনের ঘটনাও। আর এই চিকিৎসক ছাত্রীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যে নিদান দিয়েছেন তা নিয়েও শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। কারণ, কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের পরামর্শ দেয়, বাইরে না বের হওয়ার। উল্টোদিকে এই ‘বহিরাগত’দের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা শ্রেয়, ছাত্রীদের গ্রুপে হস্টেল ওয়ার্ডেন উল্লেখও করেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেই এমন নির্দেশ। এরপরই ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফ থেকে বলা হয় এই নির্দেশিকা মধ্যযুগীয়।

প্রসঙ্গত, শনিবার একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাসপাতাল চত্বরে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়। তাঁদের একাংশ রাস্তার ওপরে বসেই মাদক সেবন করছিলেন বলে অভিযোগ। হস্টেল থেকে এক পড়ুয়া ছাত্রী বেরোতেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এক ছাত্রী জানান,‘হস্টেলের গেটের বাইরে বসেই কয়েকজন মাদন সেবন করছিলেন। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে ছাত্রছাত্রীরা। হস্টেল কর্তৃপক্ষ উল্টে আমাদের বাইরে বেরোতে না বলে দেন। পুলিশ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সবই আছে, তারমধ্যেও এসব ঘটছে।’ এরপরই তিনি সমগ্র ঘটনাটি জানান ওয়ার্ডেনকে। তখনই ওয়ার্ডেন ছাত্রীকে বিশেষ দরকার ছাড়া হস্টেলের বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ।

SBI
এসবিআই ইন্দা ব্রাঞ্চ (০৫১৫৫)
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়গপুর
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০৫, ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in

ভেহিকেল ই-নিলাম বিক্রয় প্রত্যাহার

উল্লেখ্য **ভেহিকেল ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ, ঋণগ্রহীতা শ্রী সৌমেন্দু ভাঞ্জা** সম্পর্কিত যা এই সংবাদপত্রে (বিজনেস স্টান্ডার্ড এবং একদিন) ০৭.০৪.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা সম্পাদনের তারিখ ২২.০৪.২০২৫ পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ইন্দা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া